THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

NEWS RELEASE

প্রকল্প চুক্তি স্বাক্ষরঃ প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবিলায় উপকুলবাসীর ঝুঁকি কমাতে বিশ্বব্যাংকের ৩৭৫ মিলিয়ন ডলার সহায়তা

ঢাকা, জানুয়ারি ২৬, ২০১৫ - বাংলাদেশ সরকার আজ মাল্টিপারপাজ ডিজাস্টার শেল্টার (বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র) প্রকল্পের জন্য ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশনের (আইডিএ) সঙ্গে ৩৭৫ মিলিয়ন ডলারের অর্থায়ন চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। আইডিএ বিশ্বব্যাংকের রেয়াতি শর্তের অর্থায়নকারী সংস্থা, এটি বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোকে সহায়তা দিয়ে থাকে।

মাল্টিপারপাজ ডিজাস্টার শেল্টার প্রকল্পের আওতায় উপকুলীয় নয়টি জেলায় ৫৫২টি নতুন বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণের পাশাপাশি ৪৫০টি বিদ্যমান কেন্দ্রের উন্নয়ন, সংযোগকারী সড়ক এবং যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হবে । জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকির মুখে থাকা ১৪ মিলিয়ন মানুষ এই প্রকল্পের মাধ্যমে উপকৃত হবে। এই প্রকল্পের মাধমে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ইস্পাতের নকশার আশ্রয় কেন্দ্রের প্রচলন করা হবে। এটি নির্মাণ কাজের গুণগত মান বৃদ্ধি করে আশ্রয় কেন্দ্রগুলোকে টেকসই করবে।

বাংলাদেশে নিযুক্ত বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর জোহানেস জাট বলেন, ''*ভৌগলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকা এবং জলাবায়ু পরিবর্তনের ফলে আবহাওয়ার চরম অবস্থা বারবার দেখা দিতে পারে। বাড়তে পারে এর তীব্রতা।*'' তিনি আরো বলেন, ''এই প্রকল্প আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে উপকুলীয় এলাকাবাসীদের প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবিলায় এবং একটি দীর্ঘমেয়াদী দুর্যোগ প্রস্তুতি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বাংলাদেশকে সাহায্য করবে।''

বছর জুড়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসাবে ব্যবহার এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় স্থানীয় জনগোষ্ঠী যাতে নিরাপদে থাকতে পারে এমনভাবেই আশ্রয় কেন্দ্রগুলো নকশা করা হয়েছে। বাতাসের উচ্চ গতি এবং জলোচ্ছাস থেকে আশ্রয় কেন্দ্রগুলো মানুষকে সুরক্ষা দিবে । আশ্রয় কেন্দ্রগুলো পানি সরবরাহ এবং নারী-পুরুষের জন্য পৃথক টয়লেট ব্যবস্থা থাকবে। গবাদি পশুর জন্যও থাকবে পৃথক স্থান।

বাংলাদেশ সরকারের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের জেষ্ঠ্য সচিব মোহম্মদ মেজবাহ উদ্দিন বলেন, ''*গত কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশ সফলভাবে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রের একটি ক্রমবর্ধমান নেটওয়ার্ক এবং কম্যুনিটি ভিত্তিক আগাম সতর্কতা ব্যবস্থা চালু করেছে, যা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় জীবন ও সম্পদ রক্ষা করে। বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্রাটেজি এন্ড এ্যাকশন প্ল্যান (বিসিসিএসএপি) উপকুলীয় এলাকায় জরুরী ভিত্তিতে বিদ্যমান আশ্রয় কেন্দ্রের মেরামত ও অতিরিক্ত আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণের উপর জোর দিয়েছে। দুর্যোগ প্রস্তুতি এবং ঝুঁকি কমিয়ে আনার ব্যবস্থা উন্নয়নে এই প্রকল্পটি বাংলাদেশকে সহায়তা করবে।*''

প্রকল্পের আওতায় নয়টি উপকুলীয় জেলায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ ও উন্নয়ন করা হবে, সরকারের সাম্প্রতিক মুল্যায়নে এই জেলাগুলো উচ্চ অগ্রাধিকার পাওয়া স্থান হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। জেলাগুলো হলো: বরিশাল, ভোলা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ফেনী, লক্ষীপুর, নোয়াখালী, পিরোজপুর এবং পটুয়াখালী।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশের পক্ষে মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন ও বিশ্বব্যাংকের পক্ষে জোহানেস জাট।

ছয় বছরের গ্রেস পিরিয়ডসহ আইডিএ সহায়তার মেয়াদ ৩৮ বছর এবং সার্ভিস চার্জ ০.৭৫ শতাংশ।

Contacts:

In Washington: Gabriela Aguilar, (202) 473-8955, gaguilar2@worldbank.org
In Dhaka: Mehrin Ahmed Mahbub, (880-2) 8159001, mmahbub@worldb ank.org

For more information, please visit: http://www.worldbank.org/bd
Visit us on Facebook: http://www.facebook.com/worldbankbangladesh